International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 393-399
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.234

ভারতীয় দর্শনে আত্মার স্বরূপ: একটি তুলনামূলক আলোচনা

রীনা পাল
স্বাধীন গবেষক, বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 12.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Indian philosophy is deeply concerned with the fundamental questions of human existence, such as the nature of reality, the purpose of life, and the means to attain liberation (moksha). One of the central concepts in this philosophical tradition is the soul (Ātman). Different schools of Indian philosophy have offered diverse interpretations regarding the nature, existence, and role of the soul. This research paper presents a comparative study of the concept of the soul across major Indian philosophical systems. This study aims to examine the concept of the soul in major schools of Indian philosophy, including the Upanishadic tradition, Carbaka, Jainism, Buddhism, Nyaya–Vaisheshika, Samkhya, Yoga, Vedanta. The study analyses how these philosophical systems explain the nature of the soul, its relationship with the body and the universe, and its role in the attainment of liberation. The Upanishads and Advaita Vedanta, identify the soul (Ātman) with the ultimate reality, Brahman, emphasizing the non-dual nature of existence. Jain philosophy, regards the soul (Jiva) as inherently pure but bound by karmic matter. On the other hand, Buddhist philosophy, rejects the idea of a permanent soul and introduces the doctrine of Anatta (non-self). In contrast, the Samkhya system and the Yoga philosophy of describe the soul as Purusha, a pure and conscious principle distinct from material nature (Prakriti). The Nyaya and Vaisheshika schools, consider the soul an eternal substance that possesses qualities such as knowledge, desire, pleasure, and pain. Through a comparative and analytical approach, this study highlights both the similarities and differences among these philosophical perspectives. The study ultimately reveals the depth and diversity of Indian philosophical reflections on the nature of the self and its relation to liberation.

Keywords: Atma (soul), Moksha, Anatta, Brahman, Purusha, Jagat.

ভারতীয় দর্শনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হল আত্মতত্ত্ব। মানুষ কে? ও তার প্রকৃত স্বরূপ কি এবং মুক্তির সাথে আত্মার সম্পর্ক কি– এই প্রশ্নগুলি অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভারতীয় দার্শনিকরা আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে নানান প্রশ্ন প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য হল মানুষের দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের পথ অনুসরন করা। এই মুক্তিলাভের জন্য মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জানতে হবে আর সেই কারণেই আত্মা কি?- সেই সর্ম্পকে জানাটা ভারতীয় দর্শনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে আত্মাকে মানুষের অন্তর্গত চৈতন্যময় সত্তা হিসাবে বর্ননা করা হয়েছে। বিশেষত, উপনিষদে আত্মতত্ত্বের গভীর আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। তবে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাস্ত্রে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবন্ধে আত্মা সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকদের মতামত আলোচনা করা হয়েছে।

বেদ ও উপনিষদে আত্মার ধারনা:

বেদে বলা হয়েছে, অচেতন অবস্থায় আত্মা দেহ থেকে আলাদাভাবে অবস্থান করতে পারে, এছাড়াও মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে। এখন প্রশ্ন হল কোন কোন অস্বাভাবিক অবস্থায় আত্মাকে দেহ থেকে আলাদা করা যেতে পারে? রাত্রির পরে যেমন দিন দেখা যায়, মৃত্যুর পরেও তেমনি জীবনের দেখা মিলবে– এই ছিল বৈদিক আর্য্যদের বিশ্বাস। যাদের একবার জন্ম হয়েছে তারা কখনও চিরকালের মতো ধবংস হয়ে যেতে পারে না। ঋগ্বেদে আত্মা শব্দটিকে বোঝানোর জন্য মনস্,আত্মা এবং অসু- এই তিনটি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রাক-ঔপনিষদিক বৈদিক সাহিত্যে মানুষের মধ্যে প্রাণবায়ু (vital breath) বোঝাতে সর্বপ্রথম আত্মা শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। মানুষ মৃত্যুর পরে ইহলোকে গিয়ে পুনরায় জন্মগ্রহন করে বা পরলোকে গিয়ে সুখভোগ বা কষ্টভোগ করে– এই ধারণার মধ্যে দিয়েই নৈতিক ধারণার প্রথম সূচনা হয়। মানুষের ভালো বা মন্দ কাজের সাথে তার সুখভোগ বা কষ্টভোগ করার এক অনিবার্য সম্পর্ক রয়েছে।

উপনিষদে দার্শনিক চিন্তার মূলে রয়েছে অদ্বৈতবাদী চিন্তার অস্তিত্ব। জগতের সবকিছুর মূলে এক চৈতন্য সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে- এটাই অদ্বৈতবাদের মূল কথা। উপনিষদের ঋষিরা আত্মাতেই দেবতার সন্ধান পেয়েছিলেন। উপনিষদে অন্তর জগতের গভীরতা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। মানুষের অন্তরেই ঈশ্বরের আবির্ভাব। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আত্মাকে ব্রহ্মরূপে প্রত্যক্ষ করার কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্মই আত্মা, আত্মাই ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, এই সমস্ত জগত স্বরূপত: ব্রহ্মই, কারণ তা থেকেই ওটি উৎপন্ন হয়, তাতেই লীন হয় ও তাতেই জীবিত থাকে।

পরমতত্ত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান উপনিষদের অন্যতম লক্ষ্য। এই তত্ত্বকে কখনও প্রাণ, কখনও মন, আবার কখনোও আত্মা নামে অভিহিত করা হয়েছে। আত্মাকে কেমন করে লাভ করা যায় সেটি উপনিষদের অন্যতম সমস্যা। সত্য, তপস্যা, জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই আত্মাকে লাভ করা যায়। উপনিষদের ঋষিরা বলেছেন, আত্মাকে জানলেই সবকিছুকে জানা যাবে। উপনিষদে পাঁচটি কোষ বা আবরণের কথা বলা হয়েছে। যথা– অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়। আত্মাকে অন্নময় বা দেহের সঙ্গে এক মনে হয়। তারপর এই মতকে পরিত্যাগ করে বলা হয় প্রাণই আত্মা। আরও চিন্তা করার পর মনে হয় মনই আত্মা। আরও চিন্তাশীল লোক বিজ্ঞানকে আত্মা বলেন। সবচেয়ে তীক্ষ্ণধী ও দূরদর্শী লোকেরা আত্মাকে আনন্দ বলেছেন। আত্মার আনন্দকোষ থেকে আত্মার স্বরূপ যে আনন্দ তা আলাদা। আত্মার আনন্দের জন্যই আত্মার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই আনন্দময়। জীবন যে এত সুন্দর– তার কারণ হল আত্মার এই আনন্দ। আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারলেই আনন্দকে উপলব্ধি করা যাবে। আমরা অনেক বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হই বলেই আনন্দ পাই না। আত্মার আনন্দকে বুঝতে না পেরে আমরা বিষয়ের পেছনে দৌড়াই। তারফলে দু:খের সৃষ্টি হয়। বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে আত্মস্থ হতে পারলেই মুক্তির আনন্দ পাওয়া যাবে। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নাস্তিক সম্প্রদায়ের মতে আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা নিম্নে আলোচনা করা হল-

চার্বাক দর্শনে আত্মার ধারণা:

চার্বাকদের মতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা, দেহের অতিরিক্ত চেতন আত্মা বলে কিছুই নেই। তাদের মতে, দেহ ও আত্মা একই জিনিস। মানুষের শরীর ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূতের দ্বারা তৈরী হয়েছে। চৈতন্য মানবদেহেরই একটি গুন। চতুর্ভূতের বিশেষ যোগে যখন মানবদেহ তৈরী হয়, ঠিক তখনই এই গুণের আর্বিভাব হয়। দেহ পঙ্গু হলেই সমাজে সবাই বলে আমি পঙ্গু, দেহ রুগ্ন হলে লোকে বলে আমি রুগ্ন। এইসব লোকব্যবহার থেকে বোঝা যায়, দেহ আর আমি এক। মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে দেহের এই

গুণগুলিও বিনষ্ট হয়ে যায় এবং দেহ চতুর্ভূতে লীন হয়ে যায়। মানুষের মৃত্যুতেই জীবনের শেষ হয়ে যায়। চার্বাকদের মতে, আত্মার অমরতা বলে কিছু নেই। সাধারণভাবে উপনিষদে যাকে আত্মার অন্নময় কোষ বলা হয়েছে, চার্বাকরা তাকেই আত্মা বলেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্র বিরোচন উপাখ্যানে দেহকেই আত্মা বলে অভিহিত করা হয়েছে। সুশিক্ষিত চার্বাকেরা ইন্দ্রিয়কে বা প্রাণকে বা মনকে আত্মা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকেরা এর বিরোধিতা করে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেছেন।

বৌদ্ধ দর্শনে আত্মার ধারণা:

বুদ্ধদেব তাঁর প্রতীত্যসমুৎপাদ অনিত্যবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। সাধারণভাবে আমরা মনে করি, আমাদের নানান সময়ের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা একই অপরিবর্তিত সত্তায় আছে, এই সত্তাকেই আত্মা বলে। গৌতম বুদ্ধের মতে, সবই তো শর্তাধীন এবং অনিত্য, তাই অপরিবর্তিত আত্মা বলে কিছু থাকতে পারে না। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, দৈহিক শত পরিবর্তনের মধ্যেও এই আত্মার পরিবর্তন হয় না। জন্মের আগে ও মৃত্যুর পরেও এই আত্মা অবস্থান করে এবং দেহ থেকে দেহান্তরে এর কেবল পরিবর্তন হয়। এখন প্রশ্ন হল যাকে আমরা আত্মা বলে জানি তা আসলে কি? এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলেন, আত্মা কায়, মনস বা চিত্ত এবং বিজ্ঞানের সমষ্টি বা সমাহার। আবার কখনোও কখনোও আত্মাকে নাম-রূপের সমষ্টি বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে রূপ, দেহ বা কায়ের সমার্থক এবং নাম মানসিক উপাদানের দ্যোতক। আবার বলা হয়, আত্মা পঞ্চস্কন্ধের সংঘাত বা সমাহার। পঞ্চস্কন্ধগুলি হল- রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এদের মধ্যে একমাত্র রূপই হল বাহ্যিক অবস্থা এবং বাকি সবই মানসিক অবস্থা। বুদ্ধদেবের মতে আত্মা হল, দেহ ও মনের সমষ্টি। বুদ্ধদেব এই মতকেই নৈরাত্ম্যবাদ বলেছেন। এই মতবাদ অনুযায়ী, সাধারণভাবে আমরা যে আত্মাকে বুঝি, সেই আত্মাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এছাড়া আত্মা যে পঞ্চস্কন্ধের সমাহার তা এই মতবাদে স্বীকার করা হয়েছে। অনেক জায়গায় আত্মা সম্বন্ধে এইরূপ মতবাদ পাশ্চাত্য দার্শনিক ডেভিড হিউম প্রচার করেছিলেন। বৌদ্ধরা জন্মান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর মতে আত্মা অনিত্য হলেও জন্মান্তর সম্ভব।

জৈন দর্শনে আত্মার ধারণা:

জৈন দার্শনিকরা, চার্বাক দর্শন সম্প্রদায়ের মতকে খন্ডন করে বলেছেন যে, চেতন দেহ ও আত্মা এক বা অভিন্ন। জৈনদের মতে, গুন প্রত্যক্ষ করলেই দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয়। আমরা যখন লাল ফুল দেখি, তখন আসলে লাল রঙই প্রত্যক্ষ করি। লাল রঙ দেখেই বলি, লাল ফুল প্রত্যক্ষ করছি। জৈনেরা আত্মা শব্দটি ব্যবহার না করে জীব শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং চেতন দ্রব্যকেই জীব বলেছেন। চৈতন্য জীবের নিত্য ধর্ম, অবশ্য বিভিন্ন জীবে চৈতন্যের মাত্রাভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই মাত্রাভেদ অনুযায়ী জীবের কর্মবিন্যাস হয়। এখানে যাঁরা সমস্ত কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সর্বজ্ঞ হতে পেরেছেন, সেই মুক্ত জীবেরাই শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী হয়েছেন। জৈন মতে জীব হল জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা। জীব নিত্য, অপরিণামী কিন্তু অবস্থার দিক থেকে এর পরিবর্তন হয়। জীবের কোনো রূপ নেই, প্রদীপের মত জীব যখন যে দেহ ধারণ করে তখন তার রূপ গ্রহন করে।

এতোক্ষন ভারতীয় দর্শনের নাস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মা সম্পর্কে আলোচনা করেছি, এখন আস্তিক সম্প্রদায়ের মতে, আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হল-

ন্যায় দর্শনে আত্মার ধারণা:

নৈয়ায়িকেরা আত্মা বলতে দ্রব্যকে বুঝিয়েছেন। আত্মা যখন দেহের সাথে যুক্ত হয় ,দেহ যখন মনের সাথে যুক্ত হয়, মন যখন ইন্দ্রিয়ের সাথে যুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়, তখন চৈতন্য নামক আগন্তুক গুণ আত্মায় আবির্ভূত হয়। ন্যায় মতে আত্মা নিত্য ও অমর এবং আত্মা দেহ-কালের দ্বারা সীমিত নয়, তাই তাকে বিভু বলা হয়। বিভিন্ন দেহের আত্মা আলাদা আলাদা, তাই তাদের অভিজ্ঞতাও আলাদা রকমের। এই আত্মা যখন দেহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন তাতে চৈতন্যগুণ থাকে না। ন্যায় মতে আত্মা ও দেহ এক নয়। আত্মা হল চেতন ও দেহ হল অচেতন। তাই চেতন ও অচেতন কখনোই এক হতে পারে না। ন্যায় মতে মন হল অনুপরিমান, তাই মনকে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না। বৌদ্ধদের মতে,আত্মা এক দেহ থেকে এক দেহতে স্থান পরিবর্তন করে, ফলে স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞার কোনো ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি না। স্থির বা অপরিবর্তিত আত্মা বলে যদি কিছু না থাকে তাহলে পূর্বে প্রত্যক্ষ করা বস্তুকে স্মরণ করব কি করে? এর ফলে পূর্বে জানা কোনো বিষয়কে আবার প্রত্যক্ষ করলে পূর্বজ্ঞাত জ্ঞান হয়েছে বলতে পারবো না। কোনো বিষয়ী এবং বিষয়ের সাথে যুক্ত না হয়ে চৈতন্য কি করে থাকতে পারে তা বোঝা যায় না। তাই নৈয়ায়িকেরা বলেন, অদ্বৈতবেদান্তীদের অবিষয় ও অবিষয়ী চৈতন্যস্বরূপ আত্মাও জানা যায় না। চৈতন্য হল কোনো না জ্ঞাতার কোনো না কোনো বিষয় সম্বন্ধে চৈতন্য। কোনো নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া চৈতন্য থাকতে পারে না, তাই নৈয়ায়িকেরা চৈতন্যগুণবিশিষ্ট দ্রব্যকেই আত্মা বলেছেন।

বৈশেষিক দর্শনে আত্মার ধারণা:

বৈশেষিক সম্প্রদায়ের আত্মা সম্পর্কে ধারনা নৈয়ায়িকদের ধারনার মতোই। যে স্থানে জ্ঞান সমবেত হয় তাকে আত্মা বলে। আত্মা হল এক শাশ্বত এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য। আত্মা হল জ্ঞান বা চেতনার আশ্রয়। আত্মা হল দুই প্রকার- জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। জীবাত্মা হল অসংখ্য এবং পরমাত্মা হল এক, আর এই পরমাত্মাই হল ঈশ্বর। প্রত্যেক জীবে একটি করে আত্মার অধিষ্ঠান, তাই আত্মা বিভু হলেও শরীরভেদে আলাদা আলাদা। আত্মা হল নিত্য তাই আত্মার কোনো বিনাশ নেই। জীবের দেহের বিনাশের সাথে সাথে জীবাত্মা অন্য দেহ ধারণ করে। বৈশেষিকদের মতে, আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমানের সাহায্যেই আমরা আত্মার অস্তিত্বের কথা জানতে পারি। নৈয়ায়িকদের মতো বৈশেষিকরাও মনে করেন যে, আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন, কিন্তু দেহের সংস্পর্শে এসে আত্মা চেতনা লাভ করে। প্রত্যেক জীবাত্মারই এমন একটি বিশেষ ধর্ম আছে যা তাকে অন্য আত্মা থেকে আলাদা করে। বৈশেষিকেরা যেহেতু বহুবাদী, তাই প্রতিটি আত্মাকেই নিত্য বলে স্বীকার করেন। অদ্বৈতবাদীদের মতে, সব জীবাত্মা এক পরমাত্মা থেকে উদ্ভূত। নৈয়ায়িকরা এই মত স্বীকার করেন না।

সাংখ্য দর্শনে আত্মার ধারণা:

সাংখ্য দার্শনিকদের মতে আত্মা জ্ঞান বা জ্ঞানের বিষয় নয়। আত্মা বা পুরুষ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি থেকে আলাদা। সাংখ্য মতে, আত্মাকেই পুরুষ বলা হয়। আত্মা হল চৈতন্য স্বরূপ। অদ্বৈতবেদান্তীরা আত্মাকে চিদানন্দ স্বরূপ বলেছেন কিন্তু সাংখ্য দার্শনিকদের মতে, চৈতন্য এবং আনন্দ পুরোপুরি আলাদা, তাই কখনোই এরা একই আত্মায় এক সঙ্গে থাকতে পারে না। জ্ঞানের বিষয় হল অনিত্য কিন্তু আত্মা হল নিত্য। চৈতন্য আত্মার কোনো গুণ নয়, চৈতন্যই হল আত্মা বা তাঁর স্বরূপ। আত্মা কর্তা নয়, আত্মা নিত্য এবং বিষয়লালসা মুক্ত। আমরা অজ্ঞানের ফলে আত্মাকে দেহ, মন বা ইন্দ্রিয় বলে ভুল করি। সাংখ্য মতে পুরুষ এক নয়, বহু। এই জগতে ঘট, পট ইত্যাদি যে সমস্ত বস্তু অনেকগুলো বস্তুর সমষ্টিতে সৃষ্টি হয়, সেগুলি পরস্পরের কোনো প্রয়োজন সাধন করে না। সমষ্টিজাত বস্তুর অস্তিত্ব থেকে পুরুষের অস্তিত্ব অনুমান করা

যায়। জীব, সংসারে তিনটি গুনের বন্ধন থেকে মোক্ষলাভের চেষ্টা করে। এই তিনটি গুন হল- সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। এই সকল জীবের মধ্যে কেউ কেউ সত্ত্বপ্রধান, কেউ রজঃপ্রধান, কেউ বা তমোপ্রধান। যিনি এই তিনটি গুনের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেন, তিনিই হলেন এই পুরুষ বা আত্মা। সকল জীবের একসাথে জন্ম ও মৃত্যু হয় না। সকল জীবের মধ্যে কেউ কেউ সত্ত্বপ্রধান, কেউ রজঃপ্রধান, কেউ বা তমোপ্রধান।

যোগ দর্শনে আত্মার ধারণা:

যোগ দার্শনিকদের মতে, ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার এবং মানুষের বুদ্ধি নিয়ে মানুষের দেহ তৈরী। অজ্ঞানের জন্য আত্মাকে বুদ্ধির সাথে এক বলে মনে করা হয়। বুদ্ধি বা চিত্ত প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এবং এতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বেশি। চিত্ত মন থেকে আলাদা। যখন চিত্ত মনের মাধ্যমে কোনো বস্তুর সাথে সংযুক্ত হয়, তখন সেই বস্তুর আকার গ্রহন করে। চিত্তের এই আকারের মাধ্যমেই বস্তুজ্ঞান তৈরী হয়। আত্মার কোনো পরিবর্তন বা বিকার না থাকলেও চিত্তবৃত্তিতে প্রতিফলনের জন্য চিত্তবৃত্তির মতোই পরিবর্তনশীল বলে মনে হয়। চিত্ত যখন কোনো বৃত্তিতে পরিবর্তিত হয়, তখন আত্মার চৈতন্য তাতে প্রতিফলিত হয় এবং চিত্তবৃত্তিকে তখন আত্মারই বিকার বলে মনে হয়। জন্ম, মৃত্যু কোনো অবস্থাই আত্মার নয়। নিদ্রা, জাগরণ ইত্যাদিও আত্মার কোনো অভিজ্ঞতা হতে পারে না– এগুলো সবই চিত্তের অবস্থা। যতদিন চিত্তবৃত্তি থাকবে, আত্মচৈতন্যও ততদিন তাতে প্রতিফলিত হবে। এর ফলে, আত্মার রাগ, দ্বেষ, দুঃখ সবই হবে। বিবেকজ্ঞানের অভাবে চিত্তবৃত্তিকেই আত্মবৃত্তি বলে মনে হবে।

মীমাংসা দর্শনে আত্মার ধারণা:

মীমাংসকেরা মূলত, আত্মা সম্বন্ধে ন্যায় দার্শনিকদের মতকেই মেনে নিয়েছেন। নৈয়ায়িকদের মতোই মীমাংসা দার্শনিকেরাও মনে করেন, আত্মা নিত্য এবং অসীম দ্রব্য বিশেষ। চৈতন্য আত্মার স্বরূপ নয়, আগন্তুক গুণ। বস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হলেই আত্মায় চৈতন্যগুণের আর্বিভাব হয়। সুষুপ্তি এবং মুক্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সংযোগ হয় না বলে আত্মা চৈতন্যহীন। নৈয়ায়িকেরা আত্মায় সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞানের সম্ভবনাও মানেন না। আত্মায় সুষুপ্তিতে আনন্দ থাকে– অদ্বৈতবাদীদের এই মত ভাট্টেরা মানেন না। ভাট্ট মীমাংসকেরা সুষুপ্তিকালে আত্মার চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না কিন্তু জ্ঞানের সম্ভাবনার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ভাট্ট মীমাংসকেরা ইন্দ্রিয় বলতে এখানে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, যথা- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এবং মনকে স্বীকার করেন। ভাট্ট মতে, আত্মা কর্তা এবং ভোক্তা। এ বিষয়ে ন্যায় মতের সাথে ভাট্ট মীমাংসক মতের কোনো তফাৎ নেই। প্রাভাকর মীমাংসকেরা আত্মার পরিণাম স্বীকার করেন না, এই বিষয়ে প্রাভাকর সম্প্রদায় ন্যায়মতই স্বীকার করেছেন। ভাট্ট সম্প্রদায়ের মতে, যখন কোনো বিষয় জ্ঞাত হয়, তখন জ্ঞাতা আত্মাকে জানা যায় না। আমরা আত্মা সম্বন্ধে যখন কিছু চিন্তা করি, ঠিক তখনই অহং প্রত্যয়ের বিষয় হিসাবে আত্মাকে জানা যায়। ভাট্ট মতে, আত্মা জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়– এই দুটি একসাথে হতে পারে। কিন্তু প্রাভাকর সম্প্রদায় এই মত স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, একই খাদ্য যেমন পাচক এবং পাচ্য একসাথে হতে পারে না, তেমনই আত্মা একই সাথে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না, কারন জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয় পুরোপুরি আলাদা। কর্তা ও কর্মের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। যখন আমরা কোনো বিষয় সম্বন্ধে জানি, তখন সেই জ্ঞানের কর্তা হিসাবেই আত্মা প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক জ্ঞানের মধ্যে যদি আত্মা প্রকাশিত না হত, তবে আমার জ্ঞান এবং অন্যের জ্ঞানের মধ্যে তফাৎ করা যেত না। বিষয়-চেতনা সব সময়ই আত্মচেতনা সূচনা করে না। আত্মা যদি জ্ঞানের বিষয় না হয়, তবে আমরা পূর্বের আত্মার অস্তিত্বের স্মৃতি পাবো কি করে? এতে পূর্বের আত্মা বর্তমান স্মৃতিজ্ঞানের জ্ঞাতা হতে পারে না, আত্মার বিষয়ই শুধু হতে পারে।

বেদান্ত দর্শনে আত্মার ধারণা:

অদ্বৈতবেদান্ত মতে, আত্মা হল জ্ঞাতা, ভোক্তা বা কর্তা নয়। আত্মা হল চৈতন্য এবং আনন্দস্বরূপ। অদ্বৈতবেদান্ত মতে আত্মাই হল একমাত্র সৎ। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ আত্মার গুণ নয়, দেহের গুণ। অদ্বৈত মতে আত্মা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। অনাত্মা দেহের সাথে এক, ফলে দেহের জন্ম, মৃত্যু, রোগ সবই আত্মার বলে মনে হয়। এরই নাম হল বন্ধন। আত্মাই হল ব্রহ্ম। জীব মুক্ত হয়ে গেলেই তার ব্রহ্মত্বকে উপলব্ধি করতে পারে। উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' বাক্যে 'তৎ' (ব্রহ্ম) এবং 'ত্বম' (জীবাত্মা)– এরা স্বরূপগত ভাবে এক। ব্রহ্ম ও জীবাত্মা উভয়ের মধ্যেই চৈতন্য স্বভাব আছে বলে এরা এক। আত্মা সম্বন্ধে অদ্বৈতবেদান্তীদের এই মত রামানুজ দার্শনিকেরা গ্রহন করেন না। রামানুজের মতে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয় আলাদা, শুধু চৈতন্য বলে কিছু থাকতে পারে না। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ নয়। চৈতন্য হল আত্মার নিত্য গুণ, চৈতন্য সবসময় কোনো ব্যক্তির কোনো না কোনো বিষয়ে চৈতন্য থাকে। চৈতন্য হল আত্মার নিত্য গুণ। এই প্রসঙ্গে রামানুজ বলেন, চৈতন্য আত্মার কোনো আগন্তুক গুণ নয়। অপরদিকে, নৈয়ায়িকেরা আত্মার চৈতন্য গুণ আত্মার সাথে দেহের সংযোগের ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন। এই মত রামানুজ দর্শন সম্প্রদায় মানেন না, তাঁদের মতে চৈতন্য ধর্মভূত জ্ঞান। রামানুজের মতে, আত্মা এবং অহম্ সমার্থক। সুষুপ্তিতে এমন কি মুক্ত অবস্থাতেও আত্মাকে 'অহম্' রূপে জানতে পারি। রামানুজের মতে, আত্মা হল নিত্য এবং ব্রহ্মের অংশ বিশেষ। তাঁর মতে, উপনিষদে পরমাত্মা এবং জীবাত্মার যে অভেদের কথা বলা হয়েছে, তা একান্ত অভেদ নয়, তা হল বিশিষ্ট অভেদ। জীবাত্মা হল পরমাত্মার অংশ। অংশ এবং অংশী কখনোই এক হতে পারে না। অংশের যেমন অংশী থেকে, গুণের যেমন দ্রব্য থেকে, দেহের যেমন আত্মা থেকে অপৃথকসিদ্ধি সম্ভব নয়, ঠিক তেমনই জীবাত্মারও পরমাত্মা বা ব্রহ্ম থেকে অপৃথকসিদ্ধি সম্ভব নয়। জীবাত্মার সাথে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সম্বন্ধকে রামানুজ অপৃথকসিদ্ধি নামে অভিহিত করেছেন। এই সেই দেবদত্ত– এই বাক্যে একই ব্যক্তির (দেবদত্তের) বিভিন্ন সময়ের আবির্ভাব যে একই ব্যক্তির আবির্ভাব, এ কথাই বোঝানো হয়েছে। উপনিষদের বাক্য 'তত্ত্বমসি' (সেই ব্রহ্মই তুমি) এইভাবেই বুঝতে হবে। এখানে 'ত্বৎ' বলতে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, বিশ্বের স্রষ্টা ব্রহ্ম এবং 'ত্বম' বলতে অচিৎ বিশিষ্ট জীব-শরীরক ব্রহ্মকে বোঝানো হয়েছে। তাহলে, ত্বৎ ও ত্বম- এর অভেদ আসলে কতকগুলো গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম এবং অন্য কতকগুলো গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই অভেদ।

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মা সম্বন্ধে যে সমস্ত নানান মতবাদ প্রচলিত আছে, এখানে তা আলোচনা করা হল। এই প্রসঙ্গে চার্বাক দার্শনিকদের মতে দেহই আত্মা, জৈন দার্শনিকদের মতে আত্মা হল দেহ পরিমান, বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে আত্মা হল পঞ্চস্কন্ধের সমাহার, এছাড়াও সাংখ্য দার্শনিকদের মতে আত্মার বহুত্ব অনেক জায়গায় খন্ডন করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল আত্মার সাথে চৈতন্যের সম্বন্ধ কি? ন্যায় এবং মীমাংসা দার্শনিকদের মতে চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ। জৈন ও রামানুজ দর্শন সম্প্রদায়ের মতে চৈতন্য হল আত্মার নিত্য গুণ। অপরদিকে, সাংখ্য ও অদ্বৈত দর্শন সম্প্রদায়ের মতে চৈতন্য আত্মার কোনো গুণ নয়, চৈতন্যই হল আত্মা। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ হতে পারে না, চৈতন্যই হল আত্মা। চৈতন্য যদি আত্মার আগন্তুক গুণ হয় তাহলে চৈতন্য ও আত্মার মধ্যে একটা সম্বন্ধের কথা চিন্তা করতে হত। এই সম্বন্ধের জন্য আবার একটি সম্বন্ধ এবং তার জন্য আবার একটি সম্বন্ধ স্বীকার করতে হত, এইভাবে অনাবস্থা দোষ দেখা দিত। কিন্তু চৈতন্য ও আত্মার সম্বন্ধকে স্বরূপ সম্বন্ধ বললে এই দোষ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তাহলে চৈতন্যকে আত্মার স্বরূপ বলতে হয়, আত্মার গুণ বলা যায় না। ফলে এখানে অদ্বৈতবাদী দার্শনিকদের মতই প্রতিষ্ঠা হল। অন্যদিকে সাংখ্য দার্শনিকেরা, আত্মাকে চৈতন্য স্বরূপ হিসাবে মেনে নিয়ে আত্মার বহুত্ব স্বীকার করেছেন। এখন প্রশ্ন হল- চৈতন্য ত সবসময়েই কোনো না কোনো জ্ঞাতার

কোনো না কোনো বিষয় সম্বন্ধে চৈতন্য। অদ্বৈতবেদান্তীদের মতে, চৈতন্যই একমাত্র সৎ। কারণ, আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় চৈতন্য ছাড়া বাকি সব কিছুই বাধিত। যা বাধিত হয় তা সত্য হয় না। তাই যা অবাধিত তাই সত্য বলে মনে করি। চৈতন্য অবাধিত বলে চৈতন্যই একমাত্র সৎ।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. Sharma, Chandradhar. (2016). A Critical Survey of Indian Philosophy. Motilal Banarsidass Publishers, Delhi.
২. Dasgupta, Surendranath. (1922). A History of Indian Philosophy (Vol. 1). Cambridge University Press, London.
৩. Hiriyanna, Mysore. (1993). Outlines of Indian Philosophy. Motilal Banarsidass Publishers, Delhi.
৪. সেন, দেবব্রত। (২০১০)। ভারতীয় দর্শন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, কলকাতা.
৫. বাগচী, দীপক কুমার। (২০১০)। ভারতীয় দর্শন। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা.
৬. চক্রবর্তী, ড. নীরদবরণ। (২০১০)। ভারতীয় দর্শন। দত্ত পাবলিশার্স, কলকাতা.
৭. সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু। (২০১৭)। ভারতীয় দর্শন (তৃতীয় খন্ড)। ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা.
৮. সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু। (২০২৩)। ভারতীয় দর্শন (দ্বিতীয় খন্ড)। ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা.
৯. সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু। (২০২৩)। ভারতীয় দর্শন (প্রথম খন্ড)। ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা.